উপজাতি জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে

উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
২০১৫-১৬

ভূমিকা:

উপজাতি জনগণের দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টিকে রাজ্য সরকার সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। তাদের সুসংহত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে নতুন নতুন বাধা উত্তরণের জন্য বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। চলতি প্রকল্পগুলোকেও সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হচ্ছে।

উপজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার ১৯৯৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ২৫-দফা গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প (১৯৯৯-২০০২) চালু করে। ওই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ সহ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাতে সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামো সৃষ্টি করা যাতে উপজাতি অংশের মানুষ নিজেদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত করতে পারেন, যাতে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করতে রাজ্য সরকার ২০০৩-এর ৫ আগস্ট, ৩৭-দফা গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-২০০৭) ঘোষণা করে। রাজ্য সরকার বনাধিকার আইন, ২০০৬ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রকল্পগুলোর সফলতার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার উপজাতিদের কল্যাণে ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত আরও একটি বিশেষ পাঁচ বর্ষীয় গুচ্ছ প্রকল্প চালু করেছে। এই বিশেষ গুচ্ছ প্রকল্পে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, সেচ, শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, আর্থিক উন্নয়ন, উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঃ

- মৌলিক পরিকাঠামোগত সুবিধা যেমন, সর্বঋতুর উপযোগী চলাচলের রাস্তা, টেলি-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পরিশ্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জলসেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেসব উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এসব সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেনি সেসব এলাকাতেই এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ

- আইন অনুসারে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী উপজাতি পরিবারগুলোকে খাস জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। বি.পি.এল.-ভুক্ত গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারগুলোকে গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

পাট্টা-জমির উন্নয়ন ঃ

- বনভূমিতে বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বনভূমি এলাকার জমিকে পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জীবিকার্জনের মাধ্যমে যেমন, প্রাণী পালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নির্ভর কর্মসূচির সাথে জলাধারও নির্মাণ করা হচ্ছে।
- মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে নতুন জলাধার নির্মাণ এবং পুরানো জলাধারের সংস্কার করা হচ্ছে যাতে মৎস্যজীবী উপজাতি পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধি করা যায়।

কর্মসংস্থান ঃ

- বাঁশ, রাবার, চা, কফি, ঔষধি বৃক্ষ, ফুল প্রভৃতি চাষ, ক্ষুদ্র ও মাইক্রো উদ্যোগ, ইকো-পর্যটন এবং অন্যান্য কৃষি উদ্যান ও বন-ভিত্তিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উপজাতি পরিবারগুলি যাতে উপার্জনশীল হতে পারে সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সুবিধাভোগীভিত্তিক উপার্জনশীল কার্যকলাপ যেমন, অটোরিক্সা ক্রয়, অটো পিক আপ ভ্যান ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পশুপালন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি স্বনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ত্রিপুরা উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।
- শহর ও গ্রামাঞ্চলে মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেই শেডগুলি বেকার উপজাতিদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্যোগ শুরু করার জন্য। এই উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা তপশিলী উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে তাদের সহজ শর্তে ঋণও দেওয়া হচ্ছে।

মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন ঃ

- উপজাতি পরিবারের মহিলাদের নিয়ে স্ব-সহায়ক দল গঠন করা এবং তাদের উপযুক্ত সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে মাইক্রো উদ্যোগ পরিচালনার জন্য তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজাতি যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হস্ততাঁত ও কারুশিল্প, কুটির শিল্প, পারম্পরিক ঔষধি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রি যেগুলোর বাজার মূল্য রয়েছে এমন পেশাগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা যাতে উদ্যোগগুলিকে সঠিকভাবে চালাতে পারে সেজন্য তাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা ঃ

- উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার চিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত যোগ্য উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে।
- মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসফল উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে কোচিং দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের সমস্ত উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের বোর্ডিং হাউস-এ বসবাস করে পাঠরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিউশনের ব্যবস্থা রয়েছে।
- বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত সমস্ত উপজাতি ছাত্রীদের যাদের পারিবারিক বাৎসরিক আয় ১.২৫ লক্ষ টাকার কম তাদের বিনামূল্যে বাই-সাইকেল দেওয়া হচ্ছে।
- উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা যাতে রাজ্যের ভেতরে ও বাইরে এ. এন. এম./জি. এন. এম., বি.এস. সি.-নার্সিং, প্যারামেডিক্যাল প্রভৃতি কর্মসংস্থানমুখী কোর্সে পড়তে পারে সেজন্য তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া, মেধাবী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ত্রিপুরা উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে।

- সরকারী সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে তাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাজে লাগিয়ে সিভিল সার্ভিস সহ বিভিন্ন চাকুরির জন্য প্রাক- নিযুক্তি কোচিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল ও বিভিন্ন টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার কোচিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলাস্তরে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের রেলওয়ে, ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় বসার জন্য কোচিং দেওয়া হচ্ছে।

উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কিছু সাফল্যের চিত্র নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

সড়ক যোগাযোগ

- পূর্ত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে মোট ৪,৪৭৯টি উপজাতি জনবসতি রয়েছে। তার মধ্যে ৩,৬৭০টিকে সর্বঋতুর উপযোগী চলাচলের রাস্তা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। বাকি ৮০৯টি জনবসতিকে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে যুক্ত করার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সোনাইছড়া থেকে খারেংজুরি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ

বাচাইবাড়ি থেকে গোপাল নগর রাস্তায় নির্মিত স্টিল বেইলী ব্রিজ, ছড়ছড়া পাড়া এ ডি সি ভিলেজ

বিদ্যুৎ

- বিদ্যুৎ দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ৫,২৬৪টি উপজাতি জনবসতির মধ্যে ৪,৭৮২টিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৪৮২টি জনবসতিতে ২০১৬ সালের মধ্যে পরিষেবা পৌঁছে দিতে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

- উপজাতি জনগণের সুবিধার্থে করবুক, হেজামারা ও তুলাশিখরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য।
- বিগত তিন বছরে মান্দাই, জম্পুইজলা, মুঙ্গিয়াকামী, কিল্লা, রূপাইছড়ি, করবুক, দামছড়া ও তুলাশিখর ব্লকে সোলার হোম লাইটিং প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে।
- উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত ৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, ২৩টি আবাসিক বিদ্যালয়ে এবং কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভ্যালি ও গণ্ডাছড়া এই তিনটি মহকুমা হাসপাতালে সোলার ফটোভোল্টেইক পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক হাসপাতাল

৩৩ কেভি সাব স্টেশন, ভাংমুন

পানীয় জল

- পানীয় জল দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী মোট ৪,৯৯৭টি উপজাতি জনবসতির মধ্যে ৩,১৭৮টিতে সম্পূর্ণভাবে এবং ১,৭৯৮টি বসতিতে আংশিক ভাবে জাতীয় নির্ধারিত হার অনুযায়ী পরিমাণের ভিত্তিতে নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ১,৭৯৮টি আংশিক এবং বাকি ২১টি বসতিতে আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে এই পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প, ভাংমুন

ভূগর্ভস্থ জল পরিশোধন প্রকল্প, খুমলুঙ

• ৪,৯৯৭টি উপজাতি জনবসতির মধ্যে ১,৪৩২টিতে গুণগত মানের দিক থেকে নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাকি ৩,৫৬৫ টিতে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে।

সেচ ঃ

• ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় চাষের আওতায় রয়েছে ৯৬,০০০ হেক্টর কৃষিজমি। এর মধ্যে সেচযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ হল ৩৭,০০০ হেক্টর। রাজ্য সরকারের পূর্ত (জল সম্পদ), কৃষি ও বন দফতর এবং জেলা পরিষদের সম্মিলিত উদ্যোগে রূপায়িত লিফট ইরিগেশন, মিডিয়াম ইরিগেশন স্কিম, ডাইভার্শন স্কিম, ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো ও আর্টেসিয়ান ওয়েল, পিক আপ ওয়ারস ট্যাঙ্ক , স্মল পাম্প, জল বিভাজিকা প্রকল্প ও জলাধার নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে বর্তমানে জেলা পরিষদ এলাকায় সেচের আওতাভুক্ত কৃষি জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫,২৮৮ হেক্টর। আরও অতিরিক্ত ৭,৩০১ হেক্টর কৃষিজমিকে সেচের আওতায় আনতে এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

মনাইছড়া জলবিভাজিকা প্রকল্প, পদ্মবিল ব্লক

পূর্ব করমছড়া জলবিভাজিকা প্রকল্প, মনু ব্লক

আবাসন

• ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ে মোট ১,৯৩,৭৬৮টি উপজাতি পরিবারের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষা (বিদ্যালয়)

• উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ১,৫৫২টি জুনিয়র বেসিক, ৬৭৬টি সিনিয়র

বেসিক, ২০৯টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৯৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির উপজাতি ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নয়টি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

- ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ের মধ্যে ২৮,২৬১ জন উপজাতি ছাত্রীকে বাড়ি থেকে সহজে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য বাই-সাইকেল প্রদান করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পাঠরত এখন পর্যন্ত ১৩,৭৬,১২৯ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।
- দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে ২০৪টি বোর্ডিং হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই বোর্ডিং হাউসগুলি থেকে ১৩,৪৭২ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এই বোর্ডিং হাউসগুলি থেকে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের মতো মূল বিষয়গুলিতে ব্যুৎপত্তির জন্য বিশেষ কোচিং-ও দেওয়া হচ্ছে।
- এখন পর্যন্ত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৬৬,৯৫৭ জন মেধাবী উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় ভালো ফল লাভের জন্য মেরিট এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

১০০ আসন বিশিষ্ট উপজাতি ছাত্রী আবাস, দশরথ দেব স্মৃতি আবাসিক বিদ্যালয়, সাতচাঁদ, সাব্রুম

একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়, কুমারঘাট

শিক্ষা (উচ্চ)

- উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পাঁচটি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। কলেজগুলি হল গণ্ডাছড়া, লংতরাই ভ্যালি, কাঞ্চনপুর, খুমলুঙ এবং কাওয়ামারা (অমরপুর)।

- উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা জোইতাংবাড়ি (বাগবাসা) ও খুমুলুঙ-এ দু'টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইতিমধ্যে পঠন-পাঠন শুরু হয়ে গেছে।
- উপজাতি অংশের যুবক-যুবতীরা যাতে মাধ্যমিক পাশের পর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে যতনবাড়ি, খুমুলুঙ ও মনু-বনকুল এই তিনটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় তিনটি শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (আই টি আই) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, লংতরাই ভ্যালি, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর ও বিশ্রামগঞ্জে চারটি আই টি আই নির্মাণ করা হচ্ছে।
- খুমুলুঙ-এ কলেজে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্রী-আবাস নির্মাণ করা হয়েছে। একইভাবে খুমুলুঙ মিউজিক কলেজের ছাত্রীদের জন্যও একটি ছাত্রী-আবাস তৈরি করা হয়েছে।
- এখন পর্যন্ত ১,৮২,১৩৮ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।
- ১,২০৭ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে এ. এন. এম., জি. এন. এম., বি. এস. সি. নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, বি-ফার্মা, প্যারা-মেডিক্যাল, এয়ার হোস্টেস প্রভৃতি কর্মসংস্থানমুখী কোর্সে পঠনপাঠনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুমুলুঙ

গণ্ডাছড়া সরকারী সাধারণ স্নাতক মহাবিদ্যালয়,

স্বাস্থ্য

- আমবাসার কুলাই-এ একটি জেলা হাসপাতাল এবং কাঞ্চনপুর, গণ্ডাছড়া ও ছৈলেংটায় তিনটি মহকুমা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে এবং হাসপাতালগুলি থেকে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন।
- এডিসি এলাকার অন্তর্গত ৪৯৯টি ভিলেজে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং আরও ২৮টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষের পথে।

কর্মসংস্থান

- ২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ের মধ্যে ৩,৩৬৭ জন উপজাতি বেকার যুবক-যুবতীকে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ১৯৯১-৯২ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা তপশীলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ৪,৩৪৬ জন বেকার উপজাতি যুবক-যুবতীকে যানবাহন, অটো-রিক্সা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- ১৯৯১-৯২ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ের মধ্যে ৬,২০২ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে পেশাদারী ও টেকনিক্যাল কোর্সে উচ্চ শিক্ষার জন্য উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম কর্তৃক অটোরিক্সা বিতরণ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়রত উপজাতি বেনিফিসিয়ারী, বিশ্রামগঞ্জ

মহিলা ক্ষমতায়ন

- উপজাতি মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ে এন. আর. এল. এম. এবং এন. ই. আর. এল. পি. প্রকল্পে ৩,৩১৬ জন উপজাতি মহিলাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হস্ততাঁত বয়নরত উপজাতি রমণী

গুটি পৃথকীকরণ কাজে নিয়োজিত উপজাতি রমণী

দক্ষতা উন্নয়ন (স্কিল ডেভেলপমেন্ট)

- স্থায়ী জীবিকার্জন সুনিশ্চিত করতে ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সময়ে ২,৮২১ জন উপজাতি যুবক-যুবতীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৃত্তিমূলক/দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- দক্ষতা উন্নয়ন, সংস্কৃতি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিকাশের লক্ষ্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ৩০০-৫০০ আসন-বিশিষ্ট বহুমুখী মিলনায়তন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাঁশের আসবাবপত্র তৈরির প্রশিক্ষণ, শনখলা, হেজামারা

বেত ভিত্তিক হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, টাকারজলা

বনাধিকার আইনে সুবিধা প্রদান

- বনাধিকার আইনের মাধ্যমে মোট ১,২৪,৫৪১টি উপজাতি পরিবারকে ১,৭৫,৬৮২.১২ হেক্টর পরিমাণ জমি প্রদান করা হয়েছে।
- ৯,৩৩,৪৯টি উপজাতি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮,১৬২টি উপজাতি পরিবারকে ইন্দিরা আবাস যোজনায় বাসগৃহ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

বনভূমির পাট্টাপ্রাপ্ত উপজাতি দম্পতি

পাট্টাপ্রাপ্ত ভূমিতে আনারস চাষ

উপজাতি সংস্কৃতির বিকাশ

- উপজাতি সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণে স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান কার্যালয় খুমুলুঙ-এ "ট্রাইবেল ফোক মিউজিক কলেজ" এবং আগরতলায় সুপারিবাগানে " ত্রিপুরা স্টেট একাডেমি অব ট্রাইবেল কালচার" নামে একটি একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোতে উপজাতি লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকবাদ্যযন্ত্রে তিন বছরের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এই একাডেমিগুলোকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।
- আগরতলায় ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে এবং এখানে ত্রিপুরার ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও পারম্পরিক পোশাক প্রদর্শিত রয়েছে।

ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল মিউজিয়াম

চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু নৃত্য

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বাগবাসা, উত্তর ত্রিপুরা

একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল বিদ্যালয়, দারচই, কুমারঘাট

প্রকাশনায়:
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর,
ত্রিপুরা সরকার
গুর্খাবস্তী, পি এন কমপ্লেক্স, আগরতলা
দূরভাষ : ০৩৮১-২৩২ ৩২৩৫
ই-মেইল : jd.twd-tr@gov.in
ওয়েবসাইট : www.twd.tripura.gov.in

উপজাতি কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী, বেঙালুরু

ছাত্রী আবাস, খুমুলুঙ